সংবাদ

তারিখ 03 APR 2016
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এইচএসসি পরীক্ষা শুরু আজ

অংশ নিচ্ছে ১২ লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ শিক্ষার্থী

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষা শুরু হচ্ছে আজ। আটটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি, কারিগরি ও মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে এই পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে ১২ লাখ ১৮ হাজার ৬২৮ জন শিক্ষার্থী। সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের অধীনে আজ সকাল ১০টায় বাংলা (আবশ্যিক) প্রথম পত্র, সহজ বাংলা প্রথম পত্র, বাংলা ভাষা ও বাংলাদেশের সংস্কৃতি প্রথম পত্র এবং মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে কুরআন মাজিদ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষা শেষ হবে বেলা ১টায়।

এদিকে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় নিষ্ঠার সঙ্গে দায়িত্ব পালনের জন্য বাংলাদেশ কলেজ শিক্ষক সমিতি (বাকশিস) পরীক্ষার দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে প্রতিবন্ধী ও বিশেষ যত্ন প্রাপ্তির উপযুক্ত পরীক্ষার্থীদের দিকে দৃষ্টি রাখার পরামর্শ দিয়েছে। একই সঙ্গে বাকশিস পরীক্ষার দায়িত্ব পালনকারী শিক্ষক কর্মচারীদের নিরাপত্তা ও মর্যাদা নিশ্চিতকরণ এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের পরীক্ষা কেন্দ্রে প্রবেশ বন্ধের দাবি জানিয়েছেন। গতকাল সংগঠনের সভাপতি অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক আসাদুল হক স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে এ দাবি জানানো হয়।

এইচএসসি'র তত্ত্বীয় পরীক্ষা চলবে ৯ জুন পর্যন্ত। ব্যবহারিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ১১ থেকে ২০ জুন পর্যন্ত। এবার দুই হাজার ৪৫২টি কেন্দ্রে আট হাজার ৫৩৩টি প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী পরীক্ষা দেবে। গতবারের চেয়ে ২২৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং ৩৩টি পরীক্ষা কেন্দ্র বেড়েছে। শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ আজ সকালে রাজধানীর সিদ্ধেশ্বরী গার্লস কলেজ কেন্দ্র পরিদর্শনে যাবেন, তবে তিনি কেন্দ্রে প্রবেশ করবেন না।

২০১৫ সালে এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় দশ লাখ ৭৩ হাজার ৮৮৪ জন শিক্ষার্থী অংশ নিয়েছিলেন। এই হিসাবে **পরীক্ষা** : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৭

পরীক্ষা : শুরু

(১ম পৃষ্ঠার পর)

এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে এক লাখ ৪৪ হাজার ৭৪৪ জন। ১৯টি বিষয়ের ৩৬টি
পত্রের পরীক্ষা এবার সৃজনশীল পদ্ধতিতে পরীক্ষা হবে। এইচএসসিতে ২০১২
সালে বাংলা প্রথম পত্রের পরীক্ষা সৃজনশীল প্রশ্নে হয়। গত বছর ১৩টি বিষয়ের
২৫টি পত্রের পরীক্ষা সৃজনশীল পদ্ধতিতে হয়েছিল।
এ বছর এইচএসসিতে আটটি সাধারণ বোর্ডের অধীনে ১০ লাখ ২০ হাজার ১০৯
জন, মাদ্রাসা বোর্ডের অধীনে আলিমে ৯১ হাজার ৫৯১ জন, কারিগরি বোর্ডের
অধীনে এইচএসসিতে (বিএম) এক লাখ দুই হাজার ১৩২ জন এবং ডিআইবিএসে
(ডিপ্লোমা ইন বিজনেস স্টাডিজ) চার হাজার ৭৯৬ জন পরীক্ষা দেবে। মোট
পরীক্ষার্থীর মধ্যে ছয় লাখ ৫৪ হাজার ১১৪ জন ছাত্র এবং পাঁচ লাখ ৬৪ হাজার
৫১৪ জন ছাত্রী। এবার বিদেশের সাতটি কেন্দ্রে ২৬২ জন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় অংশ
নেবে, এর মধ্যে ১২৪ জন ছাত্র এবং ১৩৮ জন ছাত্রী।
এসএসসি'র মতো এইচএসসিতেও এবার প্রথমে বহুনির্বাচনী ও পরে
সৃজনশীল/রচনামূলক (তত্ত্বীয়) অংশের পরীক্ষা হবে। এ দুই পরীক্ষার মধ্যে ১০
মিনিট সময় রাখা হয়েছে। সকাল ১০টায় বহুনির্বাচনী পরীক্ষা শুরু হবে। আর
১০টা ৫০ মিনিটে শুরু হবে সৃজনশীল অংশের পরীক্ষা। তবে 'ট্র্যাডিশনাল'
বিষয়ের ক্ষেত্রে রচনামূলক পরীক্ষা ১০টায় শুরু হবে। বিকেলের পরীক্ষার ক্ষেত্রে
একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হবে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী
দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, সেরিব্রাল পালসিজনিত প্রতিবন্ধী এবং যাদের হাত নেই এমন
প্রতিবন্ধী পরীক্ষার্থীরা শ্রুতিলেখক নিয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। এ ধরনের
পরীক্ষার্থীরা অতিরিক্ত ২০ মিনিট সময় পাবে। তবে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন
(অটিস্টিক এবং ডাউন সিনড্রোম বা সেরিব্রালপালসি আক্রান্ত) পরীক্ষার্থীদের ৩০
মিনিট অতিরিক্ত সময় দেয়া হবে। এ ধরনের শিক্ষার্থী অভিভাবক, শিক্ষক বা
সাহায্যকারী নিয়ে পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবে।
শিক্ষামন্ত্রী ইতোমধ্যে 'নকলমুক্ত' পরিবেশে পরীক্ষা নেয়ার আশা প্রকাশ করে
বলেছেন, 'প্রশ্ন ফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যারা এসবের সঙ্গে
(প্রশ্ন ফাঁস) যুক্ত থাকেন তারা পুলিশি ও গোয়েন্দা সংস্থার নজরদারিতে আছেন।
এবার কোন শিক্ষক কোনভাবেই কোন শিক্ষার্থীকে পরীক্ষায় সহযোগিতা করতে
পারবেন না।'